যুগান্তর

APR. 12 20[illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রংপুর গোপালগঞ্জ ও রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভার্সিটির কার্যক্রম বন্ধ

মাহবুবুর রহমান, *রংপুর থেকে*

প্রায় দশ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার পর দেশের তিনটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভার্সিটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওই তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রকল্প পরিচালকসহ সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতির নির্দেশ জারি করে প্রকল্পের আওতায় সব হিসাব-নিকাশ ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-আসবাবপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির পক্ষে চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম স্বাক্ষরিত ১৪/১১ বিমক ৩/৯৮ স্মারকের ৪ এপ্রিল ২০০২ তারিখের পত্র দ্বারা ওই প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধের আদেশ জারি করা হয়।

কি কারণে দেশের ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রংপুর, রাঙ্গামাটি ও গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত করা হল এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো কোন তথ্য জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে দেশের ১২টি পুরাতন জেলাশহরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদের বিল পাস করা হয় এবং ওই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ 'একনেক'-এর বৈঠকের অনুমোদনও করা হয়। প্রকল্পের আওতায় রংপুর, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, বগুড়া, পাবনা ও বরিশাল জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে ৬টি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এগুলো হল গোপালগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি ও টাঙ্গাইল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

জমি অধিগ্রহণ, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, অফিস ভাড়া, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য খরচের জন্য ৯০ কোটি টাকা 'একনেক'-এর বৈঠকে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে প্রথম সারিতে রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা প্রকল্প বরাদ্দের অনুমোদন ছিল।

ওই ৬টি প্রকল্পের জন্য পৃথকভাবে জমি ক্রয়সহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যক্রম বিগত সরকার আমলে শুরু করা হয়। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২ মার্চ ২০০১ তারিখে লেখা সচিব ড. সা'দত হুসাইন স্বাক্ষরিত পত্রে গত বছরের জুলাই মাস থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রতিটি বিভাগে ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তির কথা উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালকদের পত্র দেয়া হয়েছিল।

এরপর প্রকল্পের কার্যক্রম ধীরগতিতে চলতে থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০১-২০০২ শিক্ষা বর্ষ থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য তাগিদ দিয়ে সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম স্বাক্ষরিত ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি পত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের কাছে পাঠানো হয়।

ওই সব প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরিচালকগণ শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নিতে থাকা অবস্থায় আবার বর্তমান সরকার আমলে দেশের ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরিস্থিতি 'একনেক'-এর সভায় পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের কাছে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সিনিয়র সহকারী সচিব আসমা তামকীন স্বাক্ষরিত ১৯ মার্চ ২০০২ তারিখের ওই পত্রটি পাঠানো হয়েছিল। এর এক মাসের মাথায় হঠাৎ করে 'একনেক'-এর বৈঠকে বিষয়গুলো উত্থাপিত হওয়ার আগেই তিনটি প্রকল্পের কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আগামী ১৫ এপ্রিলের পর থেকে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী ওই প্রকল্পের আওতায় সরকারি বেতন ও সুযোগ-সুবিধাদি পাবে না। এর ফলে ওই তিনটি প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

গোপালগঞ্জে গণঅনশন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে সব কার্যক্রম স্থগিত, অফিস গুটিয়ে নেয়া ও ৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার স্থানীয় পৌর পার্কে এক গণঅনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে।

গণঅনশন চলাকালে বিভিন্ন রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করেন। গণঅনশন চলাকালে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াস শহিদ চৌধুরী, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মনসুর আলী, জেলা গণফোরামের সভাপতি অ্যাড. সরদার নওশের আহম্মেদ, আডভোকেট কাজী মেজবাহ উদ্দিন খোকন, অ্যাডভোকেট নুরুজ্জামান খোকন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।